সম্পাদকীয়

২০১২ সালের জুলাই মাসে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ পায় *চর্চা*। ছমাস অন্তর চারটে সংখ্যা নিয়মিত বের করার পর পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন রাঘব। 'তৃতীয় পরিসর'-এর পক্ষ থেকে তাঁর জীবদ্দশাতেই আরও একবার পত্রিকা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র সহযোগে প্রকাশও করা হয় ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। রাঘব তখন আর সশরীরে আমাদের মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু ওই সংখ্যা প্রকাশ করার পর আবারও দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় *চর্চা*।

এই পর্যায়ে মনে করা হচ্ছে পত্রিকা নিয়মিত করে ওঠা সম্ভব হবে। আপাতত প্রায় একই সময়ে দুটো সংখ্যা প্রকাশ পেল। একটা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্রিক। এবং এই সংখ্যায় চর্চার কেন্দ্রে রয়েছে রাজনৈতিকতা। যদিও 'রাজনৈতিকতা' এমনই একটা শব্দ, রূপকথার আদলে বললে, যে-কোনো লেখারই তা খানিক প্রাণভোমরা যেন। ও ব্যতিরেকে কোনো লেখাই কি আর লেখা হয়ে উঠতে পারে! সুতরাং সেদিক থেকে এই সংখ্যাকে যদি কেউ সাধারণ সংখ্যা হিসেবেও গ্রহণ করেন, আমাদের আপত্তি করার থাকে না কিছু। তবু কোথাও যদি একটা বাড়তি জোর, ওই বিশেষ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে তৈরি করে ওঠা যায়, সেটুকুই চাওয়া। কিন্তু সেই চাওয়াই বা কেন, সে-কথায় আসছি এবার।

রাজনীতি শব্দটাকে শুধুমাত্র ভোটতন্ত্রের বীজমন্ত্র না-ভাবলেও যে চলে, তেমনটা আমরা কম-বেশি করে বুঝি অনেকেই। রোজকার কথাবার্তায় অফিস-পলিটিক্স, ফ্যামিলি-পলিটিক্স মার্কা লব্জ তো ব্যবহারও করছি অনায়াস। এখন শব্দটায় যদিও একটা 'রাজ' জুড়ে আছে কিন্তু জোরটা মুখ্যত গিয়ে পড়ে, পরে থাকা 'নীতি'-র ওপরই। 'রাজ' এখানে অভ্যাসের অনুবাদ মাত্র। যদিও অনুবাদের প্রসঙ্গে নীতি এবং সেইসূত্রে নৈতিকতা নিয়েও এখন যে খুব বেশি কাজ চলবে, তেমন নয়। তবু ওই যাকে অভ্যাসের অনুবাদ বলছি, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে না-পারার অক্ষম অবস্থান থেকেই 'রাজনৈতিকতা'-কে আশ্রয় করে শুরু।

Scanned with OKEN Scanner

'অপরাশক্তি'* তুলনায় অপরিচিত। কিন্তু চিনতেই হবে। এবার বাংলায় ভাবনার বুননের শুরু হোক ওই শব্দ থেকেই। ওটাই বীজশব্দ হয়ে বাংলা ভাষায় চিন্তার পরিসর, চর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ত করুক ক্রমশ। এথিক্স-এর 'বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'নীতি' বর্জনীয়' অতএব। পলিটিক্স থেকেও সুতরাং খসিয়ে দিতে হবে 'রাজ' এবং 'নীতি'-কেও। খসিয়ে দিতে হবে আসলে অনায়াসের আরাম থেকে, অভ্যাসের নিয়ম থেকে, প্রচলিতর ছক থেকে, প্রাধান্যকারীর ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই। এছাড়া কিছুতেই চিন্তার মৌলিক অবস্থানে পৌঁছোনোর কোনো সৎ প্রচেষ্টা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, চর্চা তো অনেক দূরের কথা।

যদি বলেন এত কিছু বলছি অথচ গোড়াতেই সেই 'রাজনৈতিকতা' বসাচ্ছি কেন! উত্তরে তবে এতক্ষণ ধরে বলা কথাগুলো পুনরুচ্চারণ ব্যতিরেকে উপায় থাকে না কোনো আর!

এমন নিশ্চয়ই কেউ ভেবে ফেলবেন না জানি, যে এই সংখ্যায় এ-সবই করে ফেলা গেছে। এখনও অনেক পথ চলার বাকি। আর সেই চলার উদ্যম আছে বলেই শুরুতে দাবি করেছি যে, পত্রিকা আপাতত নিয়মিত থাকবে। একদম শেষে অশোক উপাধ্যায়কে স্মরণ করে নির্মিত হয়েছে একটি আলাপচারিতা। অশোকবাবুর তাঁর চর্চায় 'অপর'-কে যেভাবে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন, আমাদের অনেকেরই হয়তো তাঁর কাছ থেকে আজও শেখার মতো অনেক কিছু রয়ে গেল। এ-রকম মানুষ আমাদের চারপাশে খুব বেশি না-হলেও, এখনও আছেন। উপেক্ষার অভ্যাস পেরিয়ে তাঁদের চর্চায় নিজেদের শামিল করতে পারা, অন্তত তাঁদের সঙ্গে সংলাপে নিজেদের ঋদ্ধ করে তুলতে চাওয়ার চেষ্টাও, আমাদের *চর্চা*-য় নিয়ম করে চলবে।

শেষকথা। পেপার আর ফিচার, বাংলা লেখার এই দুই প্রাধান্যকারী ধরনের বাইরে কি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার কোনো ধরন আজ আর ভেবে ওঠা সম্ভব নয় একেবারেই? কেউ বলতেই পারেন, না-হলে অসুবিধাটা কোথায়? আমি অবশ্য ঘুরিয়ে সুবিধার জায়গাটা খানিক ভেবে দেখার অনুরোধ রাখব। সহজ কথা সহজে বলা যায় না। সহজ কথা সহজে বলা মানে লঘুকরণের কথাও যে বলা হচ্ছে না, বাহুল্য সত্ত্বেও উল্লেখ করলাম। এই সংখ্যায় সেসব খানিক আছে, অধিক নেই।

---

* গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, "চিন্তার দুর্দশা", *অপর*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০২২।

Scanned with OKEN Scanner

সূচি

সামাজিক সুখবিধান প্রচেষ্টা ও রামমোহনের ধর্ম-দর্শনচিন্তা
ঋতংকর মুখোপাধ্যায় ০৭

উনিশ শতকীয় ন্যায়চেতনার কারাবিবরণী: বাঙালির বিরল সাক্ষ্য ও ঔপনিবেশিক নিয়তি
দিব্যতনু দাশগুপ্ত ২১

উপনিবেশপর্বে 'সবুজ পত্র'-এ জাতীয়তাবাদের ধারণা: সংস্কৃতিগত বিতর্ক-বিসংবাদের তাত্ত্বিক প্রস্থান
অসীমকুমার হালদার ৪১

'ব্যক্তি' ও 'লোক' বিষয়ক
রাতুল ঘোষ ৭৮

নাগরিক সার্বভৌমত্বের দূরধিগম্যতা একটি আধুনিক ভারতীয় স্বপ্নের পরাজয়
দেবব্রত লাহিড়ী ৯২

কবি জয়দেবের জন্মস্থান বিতর্ক: আমাদের অতীত বোধ ও ওড়িয়া সত্তা
প্রবীর মুখোপাধ্যায় ১১৬

চর্যাপদের উপর অধিকারপ্রতিষ্ঠার লড়াই
তন্ময় সিংহ মহাপাত্র ১৩৫

স্মরণ: অশোক উপাধ্যায়
আলাপচারিতা: ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ও প্রবীর মুখোপাধ্যায় ১৬৬

Scanned with OKEN Scanner

সামাজিক সুখবিধান প্রচেষ্টা ও রামমোহনের ধর্ম-দর্শনচিন্তা

ঋ ত ং ক র মু খো পা ধ্যা য়

ভারত-ইতিহাসের যে পর্বে রামমোহন জন্মেছিলেন তাকে বলা চলে পরিবর্তনের সূচনাভূমি, যাকে অনেক সময় যুগ-সন্ধিক্ষণও বলা হয়ে থাকে। রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) তাঁর জীবৎকালে দুই শতাব্দীকেই প্রায় সমানভাবে স্পর্শ করে ছিলেন। এক হিসেবে উনিশ শতকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়তর; কারণ কৈশোর-যৌবনের অপরিণত বছরগুলো শেষ হতে-না-হতেই আঠারো শতক তার উপান্তে এসে পড়েছিল; আর উনিশ শতক ধারণ করেছিল তাঁর পরিণত ব্যক্তিত্বের তেত্রিশটা বছর। রামমোহন চর্চার ক্ষেত্রে শতাব্দী সন্ধিক্ষণের এই মুহূর্তটিকে স্মরণে রাখা জরুরি। এ-কথার তাৎপর্য অবশ্য এই নয় যে, প্রচলিত কিছু ধারণা থেকে যেমন করে সচরাচর দেখা হয় তাঁকে—যেমন, তিনিই কার্যত এ-দেশে আধুনিকতার সূচক ব্যক্তিত্ব, অথবা অতিনাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্তেও আসতে চাইছি না যে, এ-দেশকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এ-কথার অর্থ শুধু এইটুকু যে, উনিশ শতকের সূত্রপাত এদেশে শুধু আঠারো শতকের অন্তিম ক্ষণকেই সূচিত করেনি, অন্তত মানসচর্চার ক্ষেত্রে তা দেশকে একটা স্তরান্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে রামমোহনের চিন্তাচর্চার গতিবিধির দিকে নজর দিলে যে সমস্যাটি শুরুতেই খুব বিপর্যস্ত করে, তা হল উনিশ শতকের উষালগ্নে একদিকে প্রতীচ্য ভাবধারা, এবং অন্যদিকে ইউরোপীয়, বিশেষত ইংরেজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিকতার সামনে ভারতীয়দের মোহ কি অনেকাংশে আধুনিকতার সমার্থক ছিল না? ওই সময়ে যাঁরা জীবনযাপন

Scanned with OKEN Scanner

করতেন, তাঁদের কাছে এ সমস্যা কত দূর প্রকট ছিল, তা জোর করে বলা না গেলেও আপাতত এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতীয় সমাজে আঠারো শতকের রুদ্ধস্রোত পটভূমিতে উনিশ শতকের প্রগতিচেতনা নিঃসন্দেহে ছিল ইউরোপীয় অভিঘাতপ্রসূত। আর এই সূত্রেই উঠে আসে এমন একটি অনিবার্য মিথ যে, আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল কেবলমাত্র ইউরোপে, ক্রমশ তা উপনিবেশের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস অন্ধকার থেকে আলোয়, অযুক্তি থেকে যুক্তির উন্মেষ ঘটায়। উনিশ শতকের শেষ লগ্নে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক শাসনকে ঘৃণা করলেও এ ধরনের চিন্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি; ইউরোপীয়রা উদ্দীপিত করার ফলেই ভারতীয়রা তাঁদের অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে পারেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সৌধ নির্মাণ করতে পারেন। মূলত এই অপূর্ণ ও নির্ভরশীল রেনেসাঁস অথবা সীমাবদ্ধ আলোকপ্রাপ্ত অবস্থার কাঠামোতেই রামমোহনকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা গেছে।

ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় আত্মার মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে এসেছে। ভারত সব সময় দেবোপম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানবতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সব কিছুই ঐশ্বরিক সৃষ্টি। এই ভাবনা আত্মশ্লাঘাপূর্ণ ক্রোধ পরিত্যাগ করতে শেখায়। সকলের মঙ্গলকামনাই মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। উপনিষদের এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাদর্শের। কিন্তু এই মঙ্গলকামনা কি শুধুই আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকে উদ্ভূত? এর সঙ্গে কি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতির উপযোগবাদী প্রশ্নটিকে তুলে ধরা খুব অসমীচীন হবে? আঠারো শতকে যে-ইংরেজের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ পরিচয়, যে-ইংরেজ ক্রমশ দৈনন্দিন অস্তিত্বের নিয়ামক হয়ে উঠেছে রাজশক্তির জোরে, সে-ইংরেজ ছিল ঔপনিবেশিক। ইংলণ্ডের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে তখন শিল্প-বিপ্লবোত্তর তেজিয়ান অবস্থা। তারই জোরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অর্থনীতিতে তার অনুপ্রবেশ। এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সঙ্গে আমাদের বিশ শতকীয় পরিচয় রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকে নবচেতনার উদ্ভাসে ইংরেজের সেই সাম্রাজ্যবাদী পরিচয় ছিল অনেকটাই আবৃত। এ-দেশে ইংরেজ অধিকারের অনিবার্য আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে এসেছে ইংরেজি ভাষা এবং তার মাধ্যমে ইংরেজ

Scanned with OKEN Scanner